জাতিসংঘ-১

- ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বনেতাদের একাধিক বৈঠক ও সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

লন্ডন ঘোষণা (London Declaration)

লন্ডন ঘোষণা (London Declaration)

- জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১২ জুন, ১৯৪১ লন্ডন ঘোষণা।
- লন্ডনে ৯টি নির্বাচিত সরকার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।
- দেশগুলো হলো গ্রীস, বেলজিয়াম, চেকোস্লাভাকিয়া, লুক্সেমবার্গ নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়া।
- এদের সংঙ্গে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এই ঘোষণা লন্ডন ঘোষণা (London Declaration) নামে পরিচিত।

লন্ডন ঘোষণা (London Declaration)

- এই ঘোষণায় বলা হয় যে, স্থায়ী শান্তির জন্য আগ্রাসনমুক্ত এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিশ্ব প্রয়োজন।
- আর এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যুদ্ধ ও শান্তির পরিস্থিতিতে সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে সকলে মিলে কাজ করতে হবে।

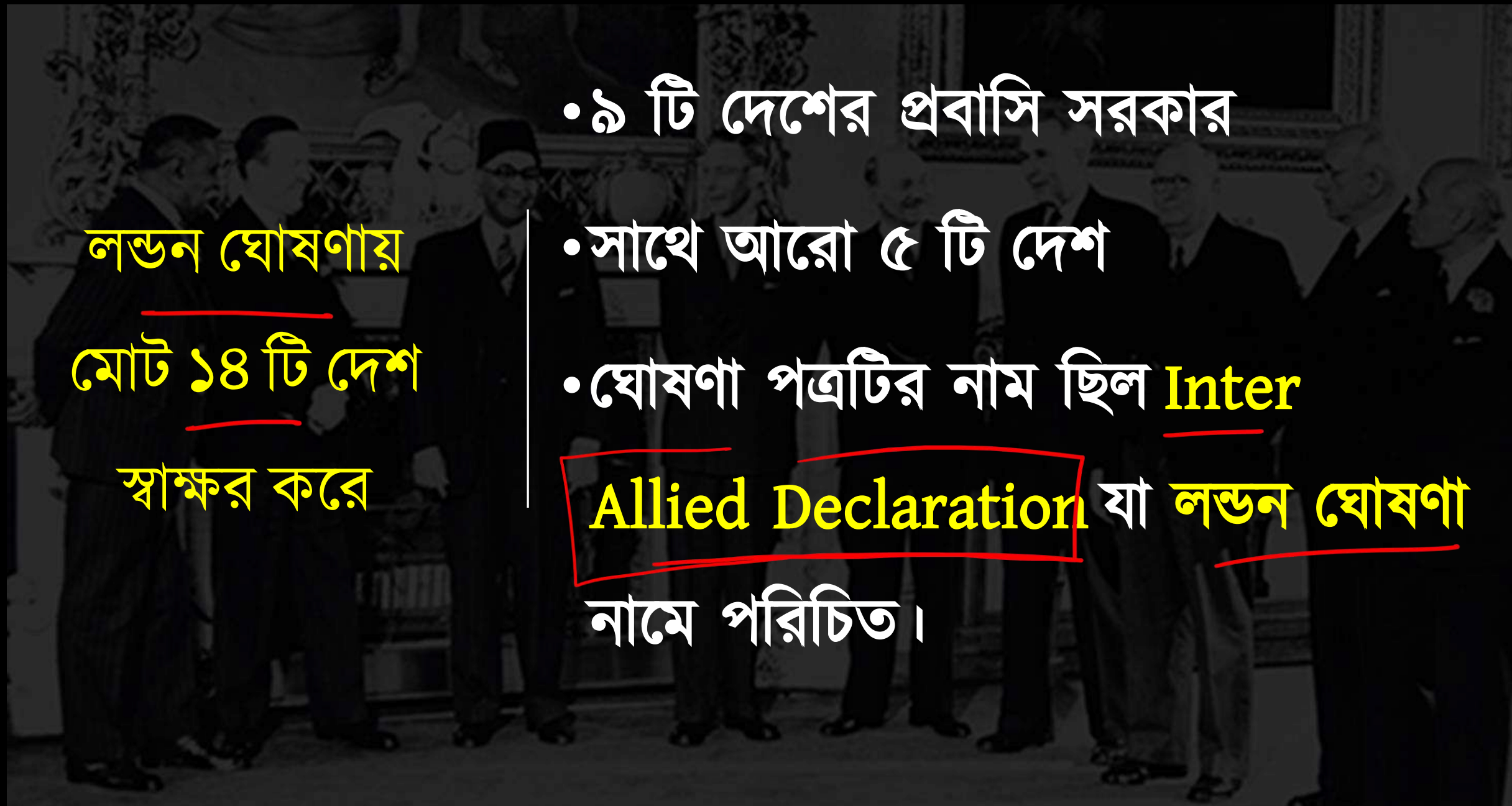

লন্ডন ঘোষণায়

মোট ১৪ টি দেশ

স্বাক্ষর করে

- ৯ টি দেশের প্রবাসি সরকার
- সাথে আরো ৫ টি দেশ
- ঘোষণা পত্রটির নাম ছিল Inter Allied Declaration যা লন্ডন ঘোষণা নামে পরিচিত।

জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ

লন্ডন ঘোষণা (১২ জুন, ১৯৪১)

লন্ডন ঘোষণায় মোট ১৪ টি দেশ স্বাক্ষর করে

৯ টি দেশের প্রবাসি সরকার

- গ্রীস, বেলজিয়াম, চেকোস্লাভাকিয়া, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়া

এবং আরো ৫ টি দেশ

- ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা এবং ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

আটলান্টিক সনদ (১৪ আগস্ট, ১৯৪১)

আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter)

- ৯ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট, ১৯৪১ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট আটলান্টিকের নিউফাউল্যান্ডের প্লাসেনটিনা বে তে দুটো রণতরীতে মিলিত হন।

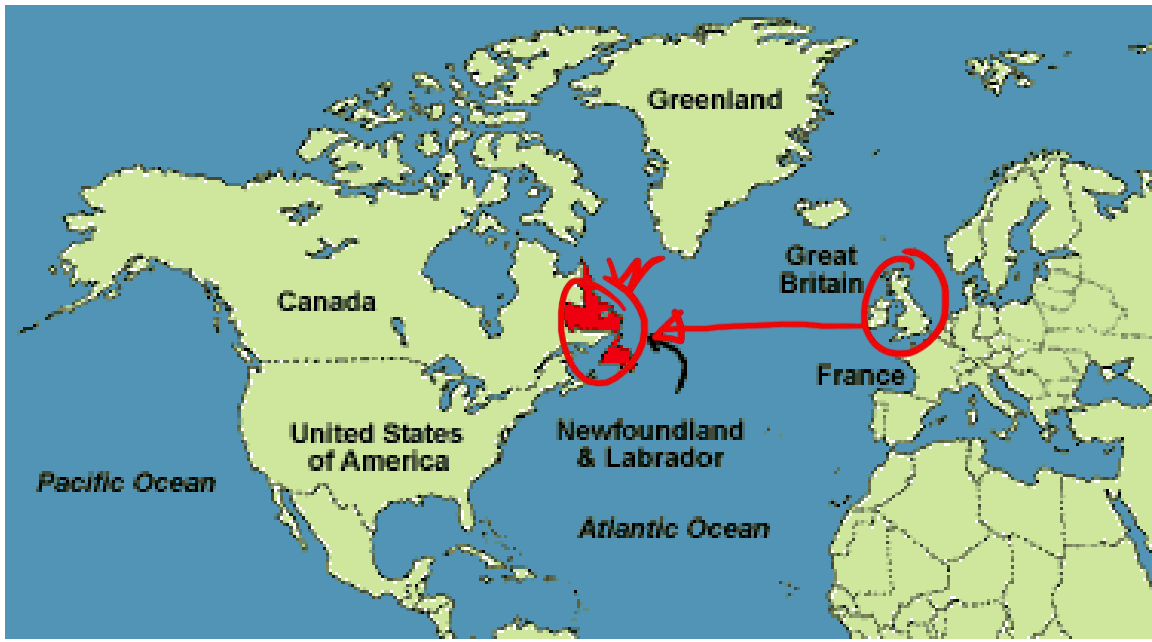

অগাস্টা
মার্কিন রণতরী

প্রিন্স অব অয়েলস
ব্রিটিশ রণতরী

আটলান্টিক সনদ

- চার্চিল এবং রুজভেল্টের মিটিং এর ডকুমেন্ট ১৪ আগস্ট, ১৯৪১ জয়েন্ট ডিক্লারেশন (Joint Declaration by the President and the Prime Minister) নামে পাবলিশড হয়।
- যা পরে 'আটলান্টিক সনদ' নামে নামকরন করা হয়।

Prime Minister's meeting with President Roosevelt — Aug. 1941
Drafts of Joint Declaration —

COPY NO: 1

MOST SECRET

NOTE: This document should not be left lying about and, if it is unnecessary to retain, should be returned to the Private Office.

PROPOSED DECLARATION

~~ALTERNATIVE VERSION - 1A. VERSION "A"~~
~~INCORPORATING NEW PARAGRAPH PROPOSED BY~~
~~CABINET IN ABBEY TELEGRAM NUMBER:- 31.~~

The President of the United States of America and the Prime Minister, Mr. Churchill, representing His Majesty's Government in the United Kingdom, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world.

First, their countries seek no aggrandisement, territorial or other;

Second, they desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.

Third, they respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see ~~self-government~~ restored to those ~~from~~ whom ~~it~~ have ~~has~~ been forcibly ~~removed~~.

Fourth, they will endeavour, with due respect to their existing obligations, to further the enjoyment by all peoples of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.

Fifth, they ~~support~~ fullest collaboration between all Nations in economic field with object of securing for all peoples ~~freedom from want~~, improved labour standards, economic advancement and social security.

Sixth, they hope to see established a peace, after the final destruction of the Nazi tyranny, which will afford to all nations the means of dwelling in security within their own boundaries, and which will afford assurance to all peoples that they may live out their lives in freedom from fear and want.

Seventh, ~~they desire~~ such a peace to ~~establish for~~ all ~~safety on the high~~ seas and oceans.

Eighth, they believe that all of the nations of the world must be guided in spirit to the abandonment of the use of force. ~~Because~~ no future peace can be maintained if land, sea or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten, aggression outside of their frontiers, they believe that the disarmament of such nations is essential pending the establishment of a wider and more permanent system of general security. They will further the adoption of all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments.

Private Office.
August 12, 1941

কী ছিলো এই সনদে?

- এই সনদে যুদ্ধ নীতি পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সকল আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত হয়।
- প্রতিটি জাতির নিজস্ব শাসনব্যবস্থা বেছে নেয়ার অধিকার, মুক্ত বাণিজ্যের অধিকার, মুক্তভাবে জোট গঠনের অধিকার এবং সমুদ্রে মুক্তভাবে চলাচলের অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একই সঙ্গে দারিদ্র দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ওপরেও জোর দেওয়া হয়।

বিশ্ব শান্তি রক্ষার ঘোষণা: আটলান্টিক সনদ

মূলনীতি-৮ টি

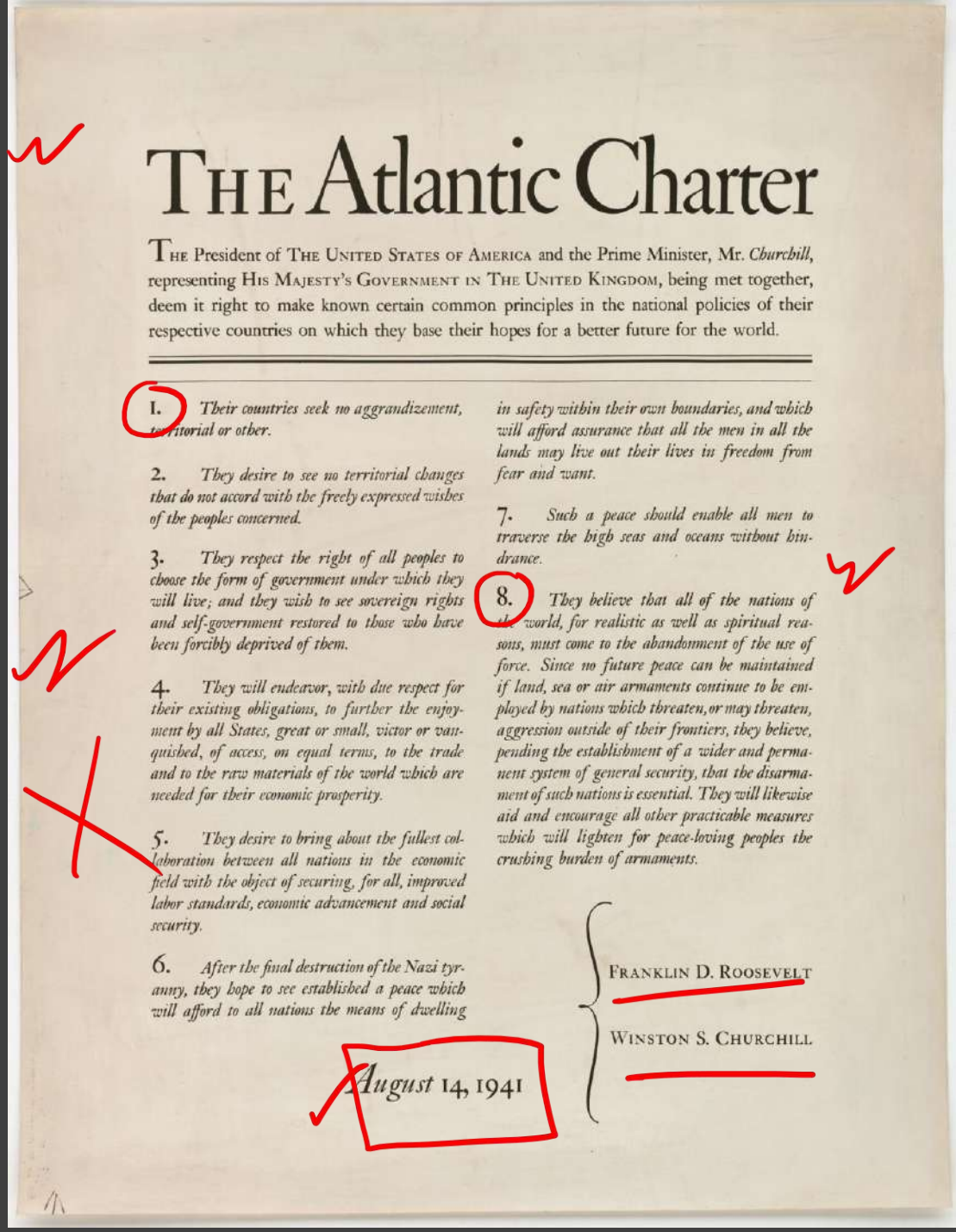

The Atlantic Charter

The President of the United States of America and the Prime Minister, Mr. *Churchill*, representing His Majesty's Government in the United Kingdom, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world.

1. *Their countries seek no aggrandizement, territorial or other.*

2. *They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.*

3. *They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them.*

4. *They will endeavor, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.*

5. *They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labor standards, economic advancement and social security.*

6. *After the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want.*

7. *Such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance.*

8. *They believe that all of the nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons, must come to the abandonment of the use of force. Since no future peace can be maintained if land, sea or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten, aggression outside of their frontiers, they believe, pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that the disarmament of such nations is essential. They will likewise aid and encourage all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments.*

Franklin D. Roosevelt

Winston S. Churchill

August 14, 1941

- ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ তারিখে ইন্টার-অ্যালাইড কাউন্সিল আটলান্টিক চার্টারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন (১ লা জানুয়ারি, ১৯৪২)

- ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন (Washington Conference, also known as the Arcadia Conference)
- ১ লা জানুয়ারি, ১৯৪২

- ১ জানুয়ারি ১৯৪২ সালে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, সোভিয়েত প্রতিনিধি লিটভিনভ এবং চীনের প্রতিনিধি টি.ভি.সুঙ ওয়াশিংটনে বৈঠকে মিলিত হন এবং একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন।
- ২ জানুয়ারি ১৯৪২ মিত্রপক্ষের আরো ২২টি দেশ এ দলিলে স্বাক্ষর করে একে "জাতিসংঘ ঘোষণা" (Declaration by United Nations) হিসেবে অভিহিত করেন।

ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন কী কী হয়?

- ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলনে আটলান্টিক সনদের সমর্থন করা হয়।
- এ সম্মেলনে 'জাতিসংঘের ঘোষণা' সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং 'জাতিসংঘ' নাম প্রথম ব্যবহার করা হয়।

DECLARATION BY UNITED NATIONS

DECLARATION BY UNITED NATIONS:

A JOINT DECLARATION BY THE UNITED STATES OF AMERICA, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, CHINA, AUSTRALIA, BELGIUM, CANADA, COSTA RICA, CUBA, CZECHOSLOVAKIA, DOMINICAN REPUBLIC, EL SALVADOR, GREECE, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS, INDIA, LUXEMBOURG, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NORWAY, PANAMA, POLAND, SOUTH AFRICA, YUGOSLAVIA.

The Governments signatory hereto,

Having subscribed to a common program of purposes and principles embodied in the Joint Declaration of the President of the United States of America and the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland dated August 14, 1941, known as the Atlantic Charter.

Being convinced that complete victory over their enemies is essential to defend life, liberty, independence and religious freedom, and to preserve human rights and justice in their own lands as well as in other lands, and that they are now engaged in a common struggle against savage and brutal forces seeking to subjugate the world, DECLARE:

(1) Each Government pledges itself to employ its full resources, military or economic, against those members of the Tripartite Pact and its adherents with which such government is at war.

(2) Each Government pledges itself to cooperate with the Governments signatory hereto and not to make a separate armistice or peace with the enemies.

The foregoing declaration may be adhered to by other nations which are, or which may be, rendering material assistance and contributions in the struggle for victory over Hitlerism.

ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলন সম্মেলনে ‘জাতিসংঘ’ নাম প্রথম ব্যবহার করেন -

রুজভেল্ট

মস্কো সম্মেলন

- ১৯৪৩ সালের ৩০ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এবং পররাষ্ট্রসচিব ও মস্কোয় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা সম্বলিত একটি ৭ দফা ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।
- এই ঘোষণায় বলা হয় এই সংগঠন সকল শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌম সমতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছোট বড় শান্তি প্রিয় সকল দেশের জন্যই এই সংগঠনের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

মস্কো সম্মেলন, ১৯৪৩

৭ দফা ঘোষণা

DECLARATION OF FOUR NATIONS ON GENERAL SECURITY

The Governments of the United States of America, the United Kingdom, the Soviet Union and China:

united in their determination, in accordance with the Declaration by the United Nations of January 1, 1942, and subsequent declarations, to continue hostilities against those Axis powers with which they respectively are at war until such powers have laid down their arms on the basis of unconditional surrender;

conscious of their responsibility to secure the liberation of themselves and the peoples allied with them from the menace of aggression;

recognizing the necessity of ensuring a rapid and orderly transition from war to peace and of establishing and maintaining international peace and security with the least diversion of the world's human and economic resources for armaments;

jointly declare:

1. That their united action, pledged for the prosecution of the war against their respective enemies, will be continued for the organization and maintenance of peace and security.

2. That those of them at war with a common enemy will act together in all matters relating to the surrender and disarmament of that enemy.

3. That they will take all measures deemed by them to be necessary to provide against any violation of the terms imposed upon the enemy.

4. That they recognise the necessity of establishing at the earliest practicable date a general international organization/

organization, based on the principle of the sovereign equality of all peace-loving states, and open to membership by all such states, large and small, for the maintenance of international peace and security.

5. That for the purpose of maintaining international peace and security pending the re-establishment of law and order and the inauguration of a system of general security, they will consult with one another and as occasion requires with other members of the United Nations with a view to joint action on behalf of the community of nations.

6. That after the termination of hostilities they will not employ their military forces within the territories of other states except for the purposes envisaged in this declaration and after joint consultation.

7. That they will confer and co-operate with one another and with other members of the United Nations to bring about a practicable general agreement with respect to the regulation of armaments in the post-war period.

MOSCOW,
30th October, 1943.

তেহরান সম্মেলন (Tehran Conference)

- ১৯৪৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের সকল দেশকে সদস্য হওয়ার আহ্বান করেন।

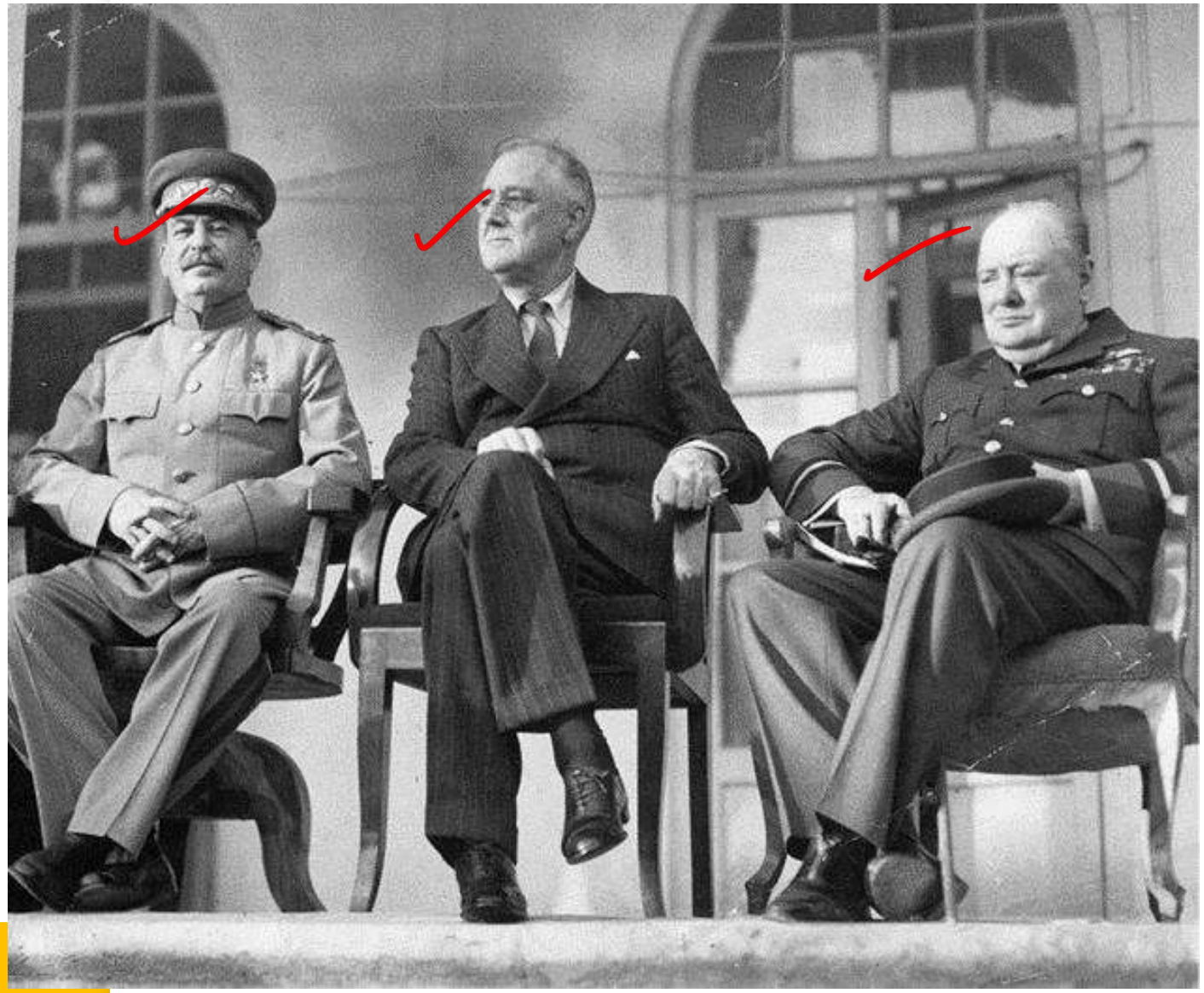

তেহরান সম্মেলন

- মিত্রবাহিনী প্রথম মিলিত হয়।
- রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্টালিন সকল দেশকে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

- লন্ডন ঘোষণা, ১৯৪১
- আটলান্টিক সনদ, ১৯৪১
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন, ১৯৪২
- মস্কো ঘোষণা, ১৯৪৩
- তেহরান সম্মেলন, ১৯৪৩

ডাম্বারটন ওকস সম্মেলন (Dumbarton Oaks Conference/ Washington Conversations on International Peace and Security Organization), **১৯৪৪**

ডাম্বারটনওকস সম্মেলন

- ১৯৪৪ সালে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস ভবনে জাতিসংঘের রূপরেখা আঁকা হয়।
- নিরাপত্তা পরিষদ গঠন ও স্থায়ী সদস্য নির্বাচন এবং সংগঠন (জাতিসংঘ) নামকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন সম্মেলন মিলিত হয়।

ডাম্বারটনওকস সম্মেলনে ‘জাতিসংঘ ঘোষণা’ জাতিসংঘ সংস্থায় পরিণত হয়

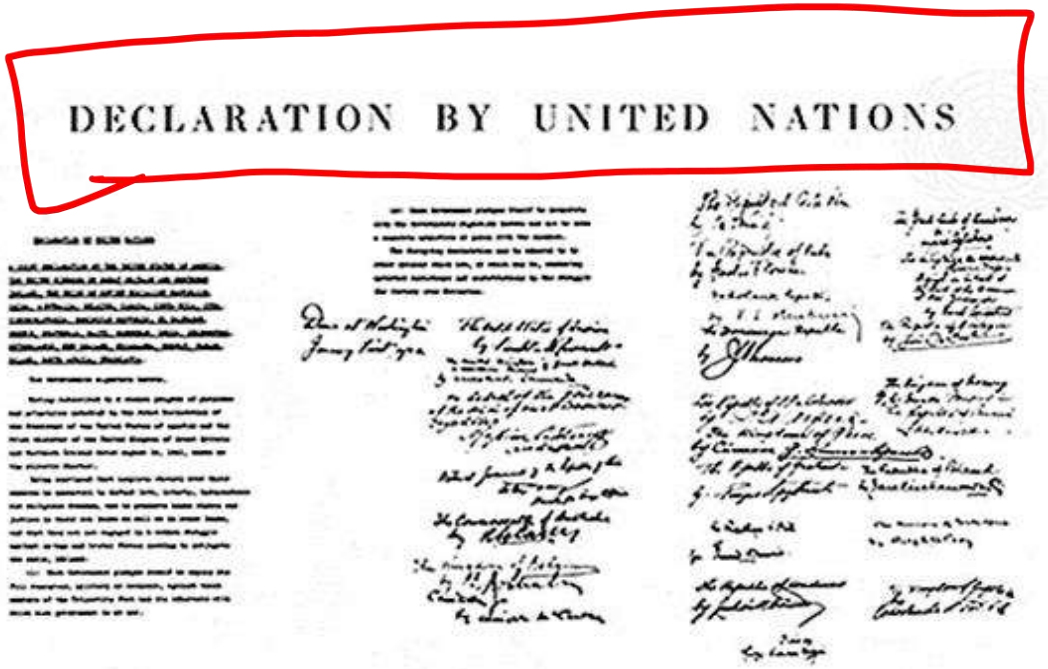

ডাম্বারটনওকস সম্মেলনে যা সিদ্ধান্ত হয়-

- সব সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ থাকবে।
- ১১ সদস্যের একটি নিরাপত্তা পরিষদ থাকবে।
- একটি আন্তর্জাতিক আদালত থাকবে।
- সচিবালয় থাকবে এবং
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ থাকবে।

- ডাম্বারটনওকস সম্মেলনে ৫ টি স্থায়ী সদস্য নিয়ে একটি নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

- China,
- France,
- Russian Federation,
- The United Kingdom, and
- The United States

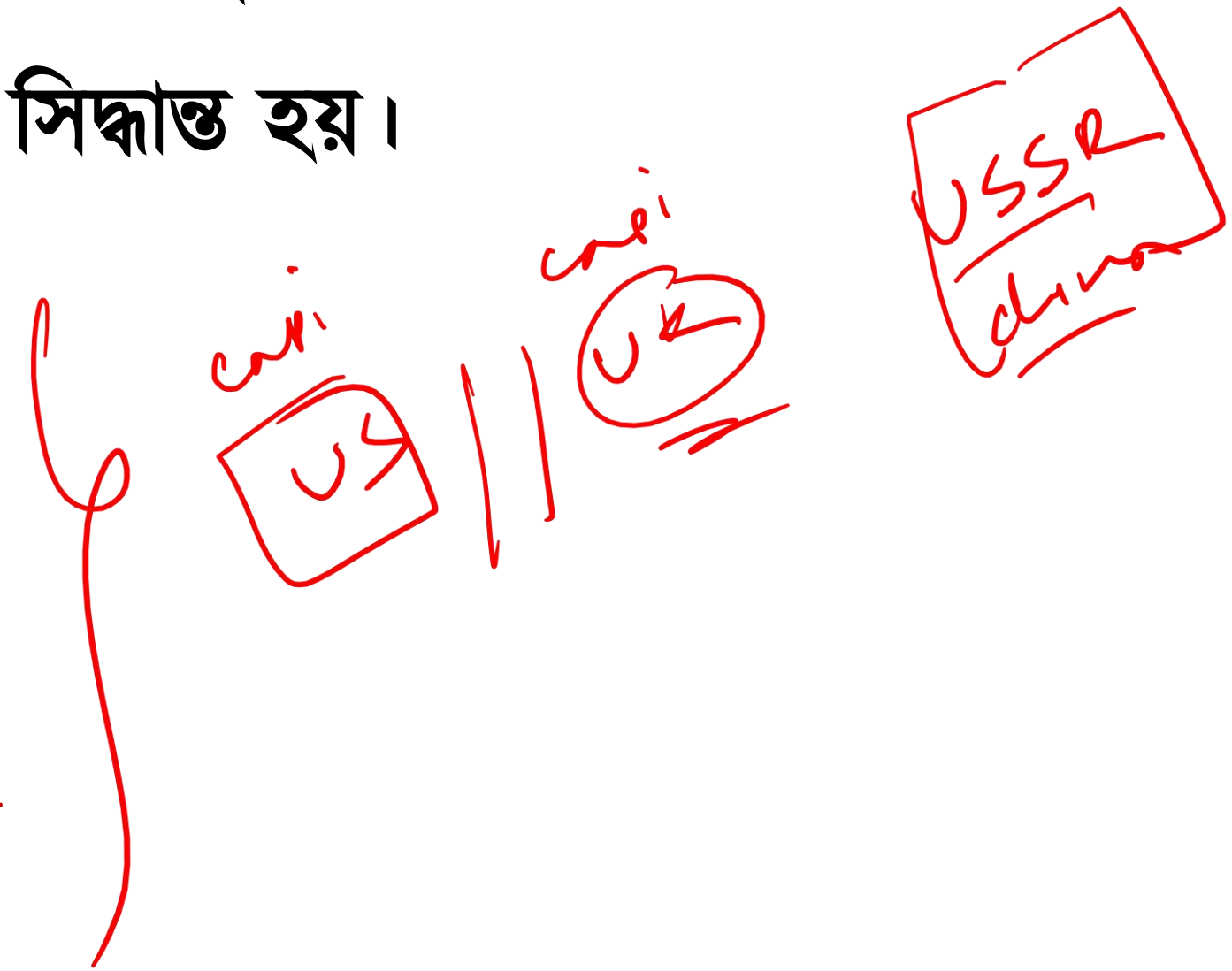

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

ইয়াল্টা সম্মেলন

১৯৪৫

স্থান - ক্রিমিয়া

ইয়াল্টা সম্মেলন

- ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫ ইউক্রেনের ইয়াল্টায় ডাম্বারটন সম্মেলনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত হয়।
- ৫টি স্থায়ী সদস্যের Veto প্রদান ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

ইয়াল্টা তে VETO

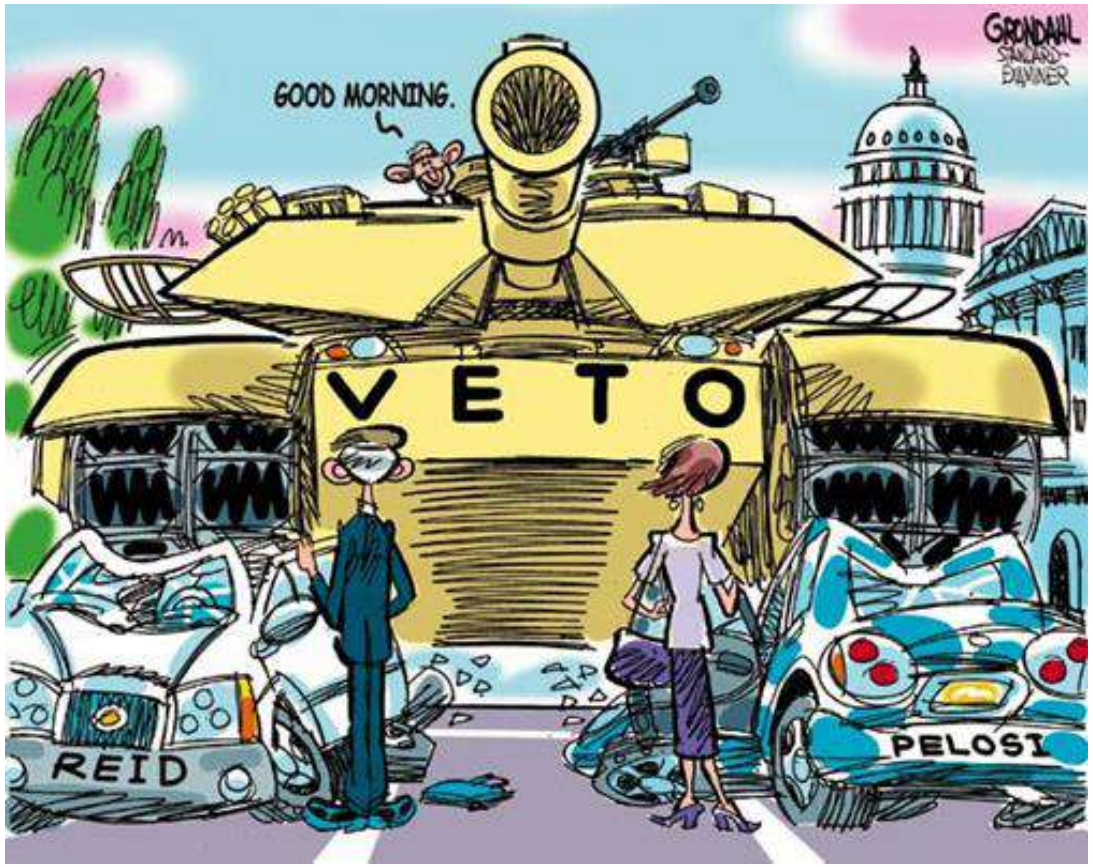
GRONDAHL
STANDARD-EXAMINER
GOOD MORNING.
VETO
REID
PELOSI

ZAPIRO
I'VE TOLD THEM IT'S UNBALANCED!
UN
SECURITY COUNCIL
USA
UK
CHINA
RUSSIA
FRANCE

- নিরাপত্তা পরিষদে কীভাবে সিদ্ধান্ত পাস হবে এই ব্যাপারে নীতি ঠিক করা হয়।
- P-5 এর 'Conquering Vote' লাগবে প্রস্তাব পাস হতে হলে।
- **এই Conquering Vote কেই বলা হয় Veto**

- লন্ডন ঘোষণা
- আটলান্টিক সনদ
- ওয়াশিংটন ডি. সি সম্মেলন
- মস্কো ঘোষণা
- তেহরান সম্মেলন
- ডাম্বারটনওকস সম্মেলন
- ইয়াল্টা সম্মেলন
- সানফ্রানসিসকো সম্মেলন

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন

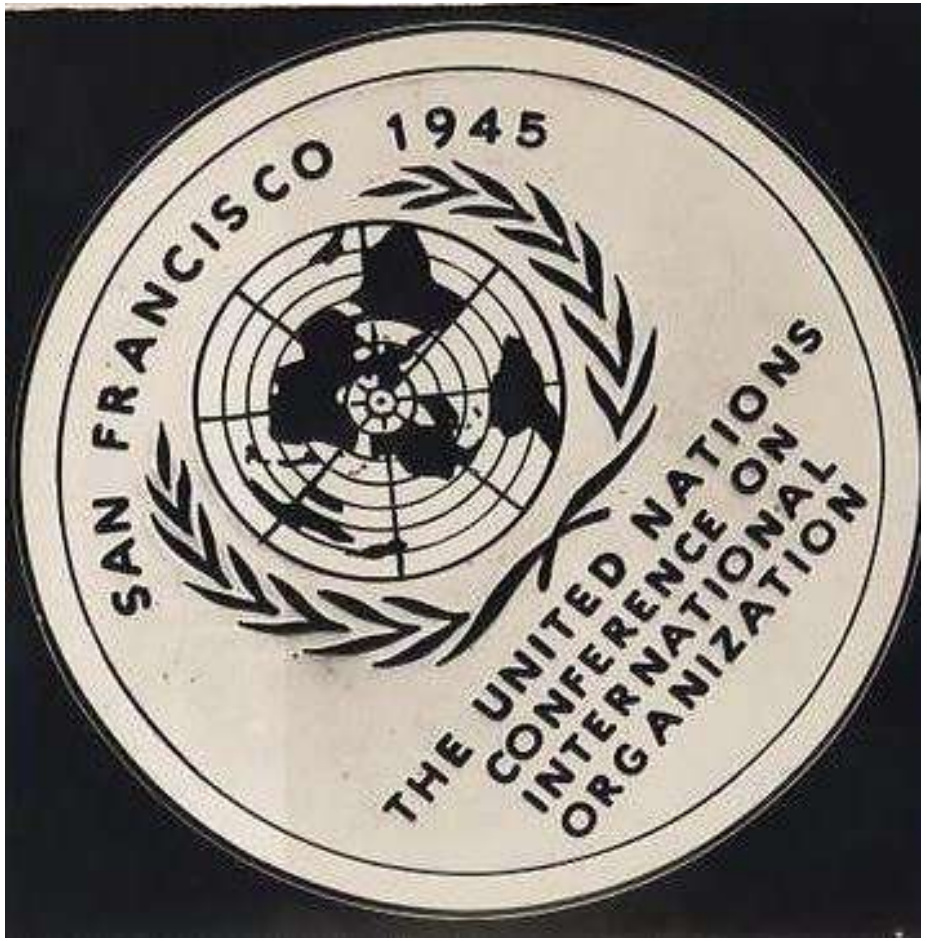

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন

- ২৬ জুন ১৯৪৫ সালে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা ১১১ ধারা সম্বলিত জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর ৫১ তম দেশ হিসেবে পোলান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর এ সনদ কার্যকরী হয়।

58th Year—No. 19,105

PARIS, WEDNESDAY, JUNE 27, 1945

United Nations Adopt World Charter

B29s Bomb 10 Japanese War Plants

Four Industrial Areas On Honshu Blasted by 450 to 500 Super-Forts

Aircraft and Parts Factories Attacked

Osaka Army Arsenal One Of Targets of Raiders

BULLETIN

A 'Boy at the Dike' In a Modern Setting

Seized Gold Seen Put to Reich's Use

France Unable to Learn Details of Hoard Seized By American 3d Army

By Geoffrey Parsons Jr.

Crowley Says Reich Policing Must Be Lasting

Asserts Germany Still Has

Ban on Aggression Is Voted, Human Rights Guaranteed

United Nations' New World Charter Provides for Collective Peace Measures and Solution of Social, Economic and Cultural Problems

Closes Conference

President Hails Parley's Success

Truman Tells Closing Session of San Francisco Conference It Has Laid Foundation for Lasting Peace

SAN FRANCISCO, June 26 — The charter of the United Nations, a document written in conference here by the representatives of fifty nations to outline their hopes and plans for a future world of peace and security, was formally signed today.

President Harry S. Truman witnessed the signing by delegates of the United States, and addressed the closing session of the conference, praising it for creating "a great instrument for peace and security and human progress in the world."

"But now the world must use it" he said, "otherwise, we shall betray all those who have died in order that we might meet here in freedom and safety to create it."

জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর - ২৬ জুন

- ২৬ জুন ৫০ টি দেশ স্বাক্ষর করে।
- পোল্যান্ড ১৫ অক্টোবর স্বাক্ষর করে।

জাতিসংঘ সনদে মোট কয়টি দেশ স্বাক্ষর করে?

The motto of united nations

An inclusive United Nations, It's your world! Peace, dignity and equality on a healthy planet.

জাতিসংঘ সনদ

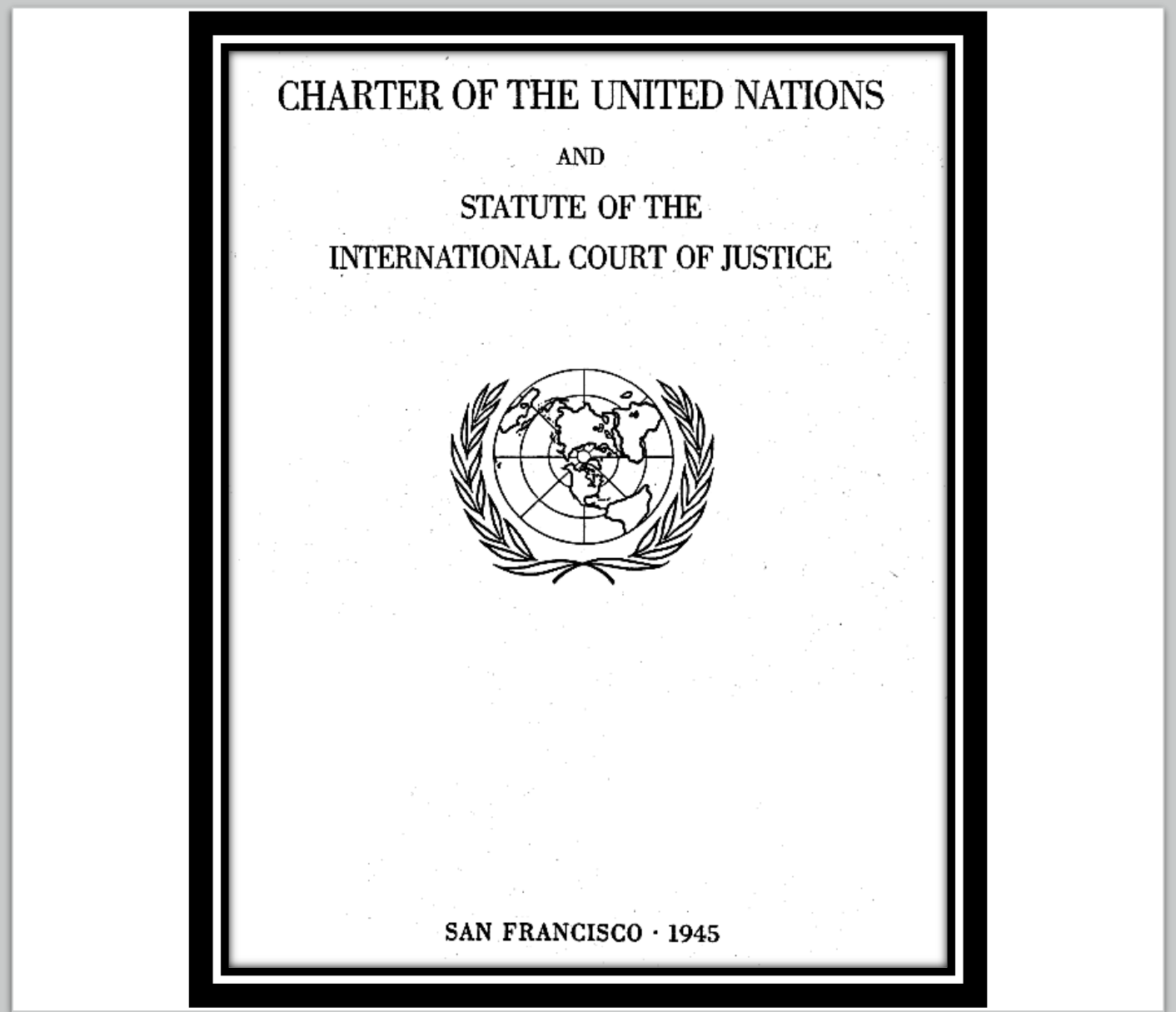
CHARTER OF THE UNITED NATIONS
AND
STATUTE OF THE
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
SAN FRANCISCO · 1945

সনদ রচয়িতা

আর্কিভাল্ড ম্যাকলিশ

Archibald MacLeish

১৯ অধ্যায়, ১১১ টি অনুচ্ছেদ

held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

CHAPTER XIX

RATIFICATION AND SIGNATURE

Article 110

1. The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

2. The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the Organization when he has been appointed.

the date of the deposit of their respective ratifications.

Article 111

The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.

IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

DONE at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.

CHAPTER I

PURPOSES AND PRINCIPLES

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;

3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and

4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

৪ টি

উদ্দেশ্য

Purposes

AIMS of the UNITED NATIONS

1. To keep peace throughout the world
2. To develop friendly relations between nations
3. To work together to help people live better lives
   - To eliminate poverty disease, & illiteracy in the world
   - To stop environmental destruction
   - To encourage respect for each other's rights and freedoms
4. To be a center for helping nations achieve these aims

জাতিসংঘ সনদের ১ অনুচ্ছেদে তার উদ্দেশ্যগুলো বর্ণিত হয়েছে-

১. বিশ্বব্যাপী শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা করা;

২. পৃথিবীর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন;

৩. মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ;

৪. আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন, জাতিসংঘকে রাষ্ট্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা ইত্যাদি।

disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

principles

Article 2

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.

2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.

3. All Members shall settle their international

৭ টি মূলনীতি

৭ টি মূলনীতি

1. জাতিসংঘের সকল সদস্যের সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি এবং সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাসী।
2. জাতিসংঘের সকল সদস্যই জাতিসংঘের সনদের আনুগত্যের প্রতি অটল থাকবে।
3. সদস্যরাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করবে।
4. কোন সদস্য রাষ্ট্রই এমন কোন কাজ করবেনা যাতে অপর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখন্ডতা নষ্ট হয়।
5. কোন সদস্য রাষ্ট্রই অপর কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন রাজনীতেতে হস্তক্ষেপ করবেনা এবং রাজনৈতিকস্বাধীনতার বিপক্ষে কোন ধরনের শক্তি প্রদর্শন বা হুমকি প্রদর্শন করবেনা।
6. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কার্যাবলীতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।
7. যে সমস্ত রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য নয় তারাও যাতে প্রয়োজনে জাতিসংঘের নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিকশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়

২৪ অক্টোবর

জাতিসংঘ দিবস কবে?

জাতিসংঘ নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নেয়া যাক

Four pillars of the United Nations

- Peace and Security
- Human Rights
- The Rule of Law and
- Development

জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য ১৯৩

সর্বশেষ সদস্য - দক্ষিণ সুদান, ২০১১

পর্যবেক্ষক দেশ – ২টি

ফিলিস্তিন

The Holy See

Vatican City

- স্বাধীন সার্বভৌম কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন দেশ - ২টি

  - কসোভো
  - ভ্যাটিকান সিটি

- ১৯৬৫ সালে ত্যাগ করে পুনরায় ১৯৬৬ সালে যোগ দেয় ইন্দোনেশিয়া।

জাতিসংঘে চাঁদা

- সবচেয়ে বেশি ২২% দেয় যুক্তরাষ্ট্র
- চীন – ১৫.২৫%
- বাংলাদেশ দেয় – ০.০১%
- LDC ভুক্ত দেশগুলোর চাঁদার হার - ০.০১%
- LDC মুক্ত দেশগুলোর চাঁদার হার - ০.১%

- সাধারণত কোন দেশ ২ বছর বার্ষিক চাঁদা দানে ব্যর্থ হলে ভোটাধিকার বাতিল হয়।
- সাধারণ পরিষদ ২০২৩ সালে ০৬ টি দেশের ভোটাধিকার বাতিল করে জাতিসংঘ। যথা: ভেনিজুয়েলা, ডোমিনিকা, গ্যাবন, নিরক্ষীয় গিনি, লেবানন ও দক্ষিণ সুদান।

সদর দপ্তর

ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র

স্থপতি: W. Harison

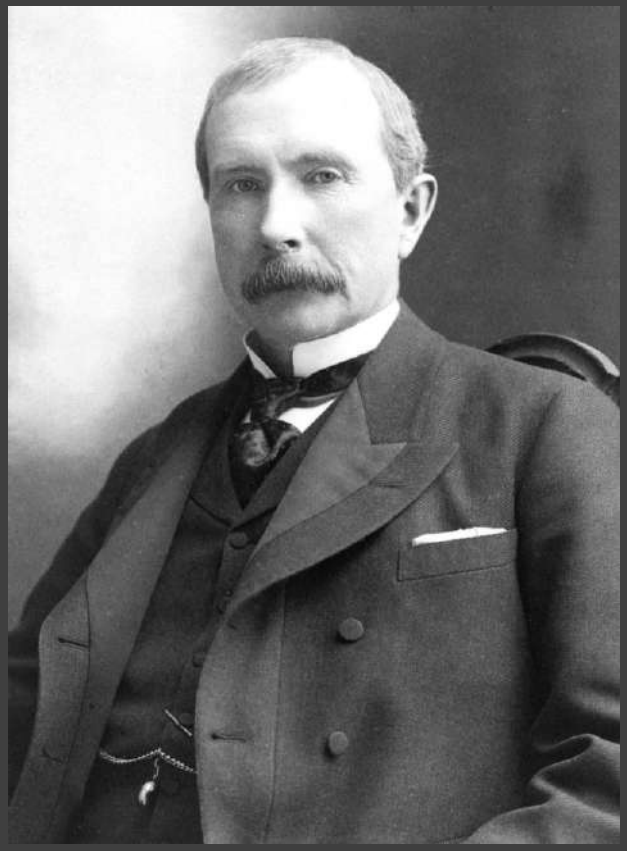

জমি দান করেন : জন ডি রকফেলার জুনিয়র

শাখা সদর দপ্তর – ৩ টি

- জেনেভা
- ভিয়েনা
- নাইরোবি

অফিসিয়াল ভাষা -- ৬ টি

The Six Official Languages of the UN
English
Hello
Arabic
مرحبا
Chinese
(Mandarin)
你好
French
Bonjour
Russian
привет
Spanish.
Hola

জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা কয়টি? | ২ টি

জাতিসংঘের নামে বিশ্ববিদ্যালয়

UN University
টোকিও

UN University for Peace, কোস্টারিকা

জাতিসংঘের পতাকা

জাতিসংঘের পতাকা

- জাতিসংঘের নিজস্ব পতাকায় নীল জমিনের কেন্দ্রে একটি সাদা প্রতীক রয়েছে। প্রতীকটি হলো জলপাই শাখায় জড়ানো পৃথিবীর একটি মানচিত্র যা বিশ্বশান্তিকে নির্দেশ করে।
- পতাকাটি ১৯৪৭ সালে গৃহীত হয়।

মহাসচিব

টি এর দাগ উঠিয়ে কোট পরে বুট্টো ভাই কফি বান খান আন্টোনিওর সাথে

1. টি – ট্রাইগভেলি
2. দাগ - দ্যাগ হ্যামারশোল্ড
3. উঠিয়ে - উ থান্ট
4. কোট - কুট ওয়ার্ল্ডহেইম
5. পরে - পেরেজ দ্য কুয়েলার
6. বুট্টো - বুট্রোস ঘালি
7. কফি - কফি আনান
8. বান - বান কি মুন
9. আন্টোনিও - অ্যান্টনিও গুতেরেস

ট্রাইগভেলি

- নরওয়ের নাগরিক।
- তিনি ছিলেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
- কোরীয় যুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন।

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড

- সুইডেনের নাগরিক
- ১৯৬১ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন
- ১৯৬১ সালে শান্তিতে মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জাতিসংঘ লাইব্রেরীর নাম-

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড লাইব্রেরী